আবদুস শহীদ নাসিম

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

আবদুস শহীদ নাসিম

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি

দাম : ১৫.০০ (পনের) টাকা মাত্র।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা © Author আবদুস শহীদ নাসিম, প্রকাশক : বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি, পরিবেশক, শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবাইল : ০১৭৫৩৪২২২৯৬, E-mail: shotabdipro@yahoo.com, ১ম প্রকাশ: আগস্ট ২০১১ ঈসায়ী, কম্পোজ : Saamra Computer, মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ISBN : 978-984-645-075-0

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

১. ইসলামের অর্থ

- ইসলাম-এর আভিধানিক অর্থ: আনুগত্য, আত্মসমর্পণ, নিঃশর্ত হুকুম পালন।
- ইসলাম-এর পারিভাষিক অর্থ হলো :
  - ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের বিধান।
  - ইসলাম মানুষের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-যাপন পদ্ধতি।
  - ইসলাম মানুষের সামগ্রিক জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের পথ।

২. ইসলাম একটি দীন একটি জীবন দর্শন

ইসলাম মূলত একটি দীন এবং একটি জীবনদর্শন। ইসলামের মূল দৃষ্টিভংগি হলো:

- তাওহীদি ঈমান।
- এক আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব।
- 'সৃষ্টি যার বিধান তার'।
- পুর্ণাংগ জীবন দর্শন ও জীবনাদর্শ।
- রসূলের নেতৃত্ব ও মডেলের অনুসরণ।
- পার্থিব সাফল্য ও পারলৌকিক সাফল্য (উভয়টা)।
- দীন ও শরীয়ত।
- সৎকাজে পুরস্কার এবং অসৎকাজে শাস্তির নিশ্চয়তা।

মূলত ইসলাম একটি দীন, একটি জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ বলেন:

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا •

অর্থ : এবং আমি তোমাদের জন্যে মনোনীত করলাম ইসলামকে দীন হিসেবে। (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৩)

৩. দীন মানে কী?

কুরআনে দীন শব্দটি ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলো :

এক. দীন মানে-প্রতিদান :

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ অর্থ : প্রতিদান দিবসের মালিক। (সূরা ফাতিহা: আয়াত ৪)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ •

অর্থ : তুমি কি তাকে দেখেছো, যে প্রতিদান (দিবসকে) অস্বীকার করে? (সূরা ১০৭ মাউন : আয়াত ১)

দুই. দীন মানে -আইন : وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ •

অর্থ : আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের দুজনের প্রতি যেনো তোমাদের দয়া না হয়। (সূরা ২৪ : আ. ২)

তিন. দীন মানে-রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা :

إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ •

অর্থ : (ফেরাউন বললো:) আমি আশংকা করছি সে (মূসা) তোমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পাল্টে দেবে অথবা দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। (সূরা ৪০ আল মুমিন : আয়াত ২৬)

চার. দীন মানে-ধর্ম ও নৈতিকতা :

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ •

অর্থ : যে কেউ তার ধর্ম ত্যাগ করে কাফের অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়া এবং আখিরাতে তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা ২:২১৭)

পাঁচ. দীন মানে-আনুগত্য :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ •

অর্থ : নিজেদের আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে আল্লাহর দাসত্ব করা ছাড়া আর কোনো নির্দেশ তাদের দেয়া হয় নাই। (সূরা ৯৮ আল বায়্যিনাহ : আয়াত ৫)

ছয়. দীন মানে- জীবন যাপন ব্যবস্থা :

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ •

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। (সূরা ৩ আল ইমরান : আয়াত ১৯)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم •

অর্থ : আজ আমি পূর্ণাংগ করে দিলাম তোমাদের জন্যে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা। (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৩)

৪. ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

আল কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী ইসলামকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে 'দীন' (জীবন ব্যবস্থা) মনোনীত করেছেন। মূলত দীন শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক একটি পরিভাষা। আমরা দেখতে পেলাম, কুরআন মজিদেই দীন শব্দটি ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআন মজিদে দীন শব্দের প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বুঝা যায়, ইসলাম দীন হবার অর্থ হলো, ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা। শুধু এতোটুকুই নয় বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সে কারণেই মহান আল্লাহ বলেন : اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাংগ ও পরিপূর্ণ (Perfect) করে দিলাম। (আল কুরআন ৫:৩)

এবার দেখা যাক কোনো জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণাংগ বলা যায় কখন?

৫. পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার শর্তাবলি

কোনো মতাদর্শ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হতে হলে তাতে নিম্নোক্ত শর্তাবলি বর্তমান থাকতে হবে :

১. তাতে স্রষ্টার পরিচয় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যুক্তিসংগত ও সন্তোষজনক বক্তব্য থাকতে হবে।
২. তাতে অদৃশ্য বিষয় সমূহ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্ন সমূহের যুক্তিসংগত ও সন্তোষজনক জবাব থাকতে হবে।
৩. মানুষের মৃত্যুর পর কী হবে, সে বিষয়ের সঠিক, যুক্তিসংগত ও সন্তোষজনক জবাব থাকতে হবে।
৪. সেটি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এবং গোপন ও প্রকাশ্য সর্বজান্তা ও সর্বজ্ঞানীর প্রদত্ত হতে হবে।
৫. তাতে মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকতে হবে।
৬. তাতে মানব জীবনের সাফল্যের সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত থাকতে হবে এবং তা মানুষের মানসিক প্রশান্তির কারণ হতে হবে।
৭. তাতে মানব জীবনে উদ্ভূত সকল সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা ও মূলনীতি থাকতে হবে।
৮. 'সৃষ্টি যার বিধান তার'- সেটি এই শাশ্বত মূলনীতি ভিত্তিক হতে হবে।

৯. তাতে মানুষের জৈবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের বিধি ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০. তাতে জীবনের সকল বিভাগ পরিচালনার মূলনীতি ও নির্দেশিকা থাকতে হবে। অর্থাৎ পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনী, আন্তর্জাতিকসহ সকল বিষয়ের মূলনীতি ও দিক নির্দেশিকা থাকতে হবে।

১১. সেটি সার্বজনীন বা সকল মানুষের উপযোগী হতে হবে।

১২. সেটি সর্বকালীন উপযোগী হতে হবে।

১৩. সেটি অনুশীলন ও অনুসরণ করার এবং বাস্তবায়ন করার উপযোগিতার নমুনা (model) থাকতে হবে।

১৪. তাতে যুগ সমস্যার সমাধানের উপযোগী নীতিমালা থাকতে হবে।

১৫. তাতে সততা, ন্যায়নীতি, পুণ্যকর্ম, পরোপকার ও ধার্মিকতার জন্যে পুরস্কার লাভের নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৬. তাতে অন্যায়, অপরাধ, দুষ্কর্ম, পাপাচার ও যুলুমের জন্যে উপযুক্ত শাস্তি ও দন্ডের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

১৭. সেটির একজন সার্বভৌম এবং সর্বশক্তিমান অথরিটি থাকতে হবে।

১৮. তার সম্পূর্ণ অবিকৃত ও শাশ্বত সোর্স অব নলেজ থাকতে হবে।

৬. ইসলামেই রয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার শর্তাবলি

পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থার এসব শর্তাবলি একমাত্র ইসলামেই রয়েছে পূর্ণমাত্রায়। আপনি বিশ্বের সকল ধর্ম ও মতবাদ বিশ্লেষণ করে দেখুন, একমত্র ইসলামেই পাবেন সবগুলো শর্ত। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন :

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا •

অর্থ : আজ আমি পূর্ণাংগ করে দিলাম তোমাদের জন্যে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিলাম আমার নিয়ামত (আল কুরআন) এবং তোমাদের জীবন ব্যবস্থা মনোনীত করলাম ইসলামকে। (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৩)

৭. ইসলামের পূর্ণাংগতা ও সামগ্রিকতা :

আপনি আল কুরআন ও সুন্নাহ পাঠ করে দেখুন, অবশ্যি দেখবেন একমাত্র ইসলামেই রয়েছে :

১. বিশ্বাসগত পূর্ণাংগতা। অদৃশ্য বিষয় সমূহের সন্তোষজনক জবাব।
২. জীবনের অখন্ডতার ধারণা (ইহকালীন ও পরকালীন)।
৩. শাশ্বত নৈতিক দৃষ্টিকোণ।
৪. বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনের পবিত্র মূলনীতি।
৫. সামাজিক সুবিচার ও পারস্পরিক সুসম্পর্কের মূলনীতি।
৬. সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক মূলনীতি।
৭. অর্থনৈতিক পূর্ণাংগ ও সুষম নীতিমালা।
৮. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিমালা।
৯. চিরন্তন হালাল ও হারামের বিবরণ।
১০. উত্তরাধিকার বিধান।
১১. আইন ও বিচার বিধান।
১২. সমর বিধান।
১৩. সত্য ও বাস্তব মানব ইতিহাস।
১৪. সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য।
১৫. মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের পথ নির্দেশ।
১৬. উদারনীতি অর্থাৎ চিন্তা গবেষণা ও ইজতিহাদ করার অবকাশ।
১৭. উন্নয়নের নীতিমালা।
১৮. দেখতে পাবেন, ইসলামের বিধান সমূহ সার্বজনীন এব সর্বকালীন।
১৯. দেখতে পাবেন, ইসলামেই রয়েছে যুগ সমস্যার সমাধান।
২০. ইসলামেই রয়েছে এক অদ্বিতীয় সার্বভৌম আল্লাহর বিশ্বাস।
২১. ইসলামি জীবন ব্যবস্থারই রয়েছে শাশ্বত মডেল -মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.।
২২. একমাত্র ইসলামেই রয়েছে নির্ভুল, শাশ্বত ও অবিকৃত সোর্স অব নলেজ। অর্থাৎ আল কুরআন ও সুন্নাহ্।

৮. বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্ম ও মতবাদ সমূহ

বর্তমান বিশ্বে যতো ধর্ম প্রচলিত আছে, তার কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা নয়। ইসলাম ছাড়া সব ধর্ম কেবল কতিপয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশই দিয়ে থাকে। মানব জীবনের বিশাল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক, বৈজ্ঞানিক, আইন ও বিচার বিভাগীয়, কৃষি ও শিল্পনীতি সম্পর্কীয় কোনো বিধানই সেগুলোতে পাওয়া যায়না।

অপরদিকে বিশ্বে যেসব ধর্মহীন আধুনিক মতবাদ প্রচলিত আছে, সেগুলো সবগুলোর ভিত্তিই স্রষ্টা ও ধর্ম বিবর্জিত বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া

তার প্রত্যেকটিই কোনো একটি খন্ডিত দার্শনিক চিন্তা ভিত্তিক। মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে নিয়ে সেগুলোর কোনো বক্তব্য নেই।

সে হিসেবে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম, ইহুদিবাদ, খৃষ্টবাদ, কিংবা অন্যান্য ধর্ম, এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, হেগেলীয় ইতিহাস দর্শন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, মার্কসীয় কম্যুনিজম, সোসালিজম, ফ্রয়েডীয় যৌনবাদ এবং অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ কোনোটিই মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তো নয়ই, সাধারণ জীবন ব্যবস্থা হবারই যোগ্য নয়।

মানুষের জীবন ব্যবস্থা এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হওয়ার শর্ত ও বৈশিষ্ট্য এ সবগুলো মতবাদেই অনুপস্থিত।

৯. একমাত্র ইসলামই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

অবশিষ্ট থাকে শুধু ইসলাম। মূলত একমাত্র ইসলামই মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জীবন ব্যবস্থা এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হবার সকল শর্ত ও বৈশিষ্ট্য কেবল ইসলামেই রয়েছে।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে বিশ্বের বিশাল ভূ-খন্ড ও বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলামকে তাদের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং আজো গ্রহণ করছে।

জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্যে ইসলাম প্রদত্ত মূলনীতি আজো ঠিক সেরকমই অভ্রান্ত এবং অনন্য, যেমনটা ছিলো প্রথম দিন। ইসলামের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হবার কারণে মুসলিম জাতির অধপতনের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

বিশ্বের যে কোনো ধর্ম, বর্ণ ও জাতি গোষ্ঠীর লোকেরাই ইসলামকে তাদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে, তারা অবশ্যি বিশ্বের সর্ব শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব সুন্দর মানব দলে পরিণত হবে। ইসলামের প্রথম দিকের হাজার বছরের ইতিহাস এর জ্বলন্ত সাক্ষী।

১০. আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যবস্থা একমাত্র ইসলাম

বিশ্বে যতো ধর্ম এবং যতো মতবাদ আছে তম্মধ্যে

১. কোন্‌টি আল্লাহ্‌র মনোনীত?
২. কোন্‌টি আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য?
৩. কোন্‌টি মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের পথ?

এ সব প্রশ্নের জবাবের ভিত্তি হতে পারে দুটি :

১. যুক্তি এবং ২. ঈমান ও প্রমাণ।

মানুষের মধ্যে যারা শুধুই যুক্তিতে বিশ্বাসী, তাদের জন্যে আমরা এ পুস্তকেই যুক্তি উপস্থাপন করেছি 'পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার শর্তাবলি' শিরোনামে। কোনো ধর্ম বা মতবাদ 'জীবন ব্যবস্থা' বা 'পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা' হতে হলে তার মধ্যে যেসব শর্ত পাওয়া জরুরি, তা কেবল ইসলামেই রয়েছে। অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদে সেগুলো অনুপস্থিত।

বাকি থাকে ঈমান ও প্রমাণের বিষয়। যারা এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখেন, মুহাম্মদ সা.-কে আল্লাহ্‌র রসূল মানেন এবং আল কুরআনকে আল্লাহ্‌র নির্ভুল অবিকৃত কিতাব হিসেবে গ্রহণ করেন, তাদের কাছে আল কুরআন এবং রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র নির্ভুল প্রমাণ।

সুতরাং ইসলামই যে আল্লাহ্‌র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা মুমিনদের কাছে তার প্রমাণ হলো আল কুরআনের বাণী। মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে দীন (জীবন ব্যবস্থা) হলো ইসলাম। (আল কুরআন ৩:১৯)

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: এবং আমি তোমাদের জন্যে জীবন ব্যবস্থা মনোনীত করলাম ইসলামকে। (আল কুরআন ৫:৩)

১১. ইসলাম ছাড়া কোনো জীবন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়

কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তা কি গ্রহণযোগ্য হবে? এ প্রশ্নের জবাব দুটি :

প্রথম জবাব হলো : যে কারো যে কোনো ধর্ম, মতবাদ, কিংবা জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে। এ ব্যাপারে প্রতিটি মানুষই স্বাধীন। তবে যুক্তি বলে, যে কোনো বিবেকবান মানুষেরই বুঝে শুনে, বিচার বিশ্লেষণ করে এবং ভেবে চিন্তে নিজের জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

এ প্রশ্নের দ্বিতীয় জবাব হলো: যারা বিশ্বাসী, যারা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখেন, তাদের ঐহিক এবং অন্তরলোকীয় জ্ঞান অকাট্য সাক্ষ্য ও নির্দেশনা প্রদান করে:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ •

অর্থ: যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইবে, তা কখনো গ্রহণ করা হবেনা এবং শেষকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তরভুক্ত। (আল কুরআন ৩:৮৫)

১২. ইসলামি জীবন ব্যবস্থার রূপরেখা : কুরআন থেকে একটি খন্ডচিত্র

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দুইটি মৌলিক দিক রয়েছে :

১. ঈমানিয়াত। অর্থাৎ বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগি ও ধ্যান ধারণাগত দিক।

২. বিধি-ব্যবস্থা ও পদ্ধতিগত দিক।

গোটা কুরআন মজিদেই ইসলামি জীবন ব্যবস্থার এই উভয় দিক ও বিভাগের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা একটি সূরার কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি। তা থেকে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার একটি অনুপম খন্ডচিত্র সহজেই পাওয়া যাবে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا • وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا • رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا • وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا • إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا • وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا • وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا • إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا • وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا • وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا • وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ

جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا • وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا • وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا • وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا • وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا • كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا • ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ •

অর্থ : তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন : তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো উপাসনা - আনুগত্য - দাসত্ব করোনা। পিতা মাতার সাথে সুন্দর চমৎকার আচরণ করো। তারা একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপণীত হয়, তবে তাদের প্রতি 'উহ' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করোনা। তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলোনা। তাদের সাথে সম্মানসূচক ও মর্যাদা ব্যাঞ্জক কথা বলো। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, মমতা ও নম্রতার ডানা অবণমিত করে দাও। আর তাদের জন্যে এভাবে দোয়া করো : 'প্রভু! আমার পিতা মাতার প্রতি দয়া করো, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে (পরম স্নেহ মমতা দিয়ে) প্রতিপালন করেছেন।' তোমাদের অন্ত রে যা আছে তোমাদের প্রভু তা অধিক জানেন। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হও, তবে আল্লাহ তাঁর অভিমুখীদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল। নিকটাত্মীয়দের দিয়ে দাও তাদের অধিকার এবং অভাবী ও পথিকদেরকেও। কিছুতেই অপব্যয় করোনা। কারণ, অপবয়্যকারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। তাদের থেকে যদি মুখ ফেরাতেই হয় তোমার প্রভুর নিকট থেকে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। তুমি তোমার হাত গুটিয়ে গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখোনা, আবার তা পুরোটাও প্রসারিত করে দিওনা। এমনটি করলে তিরস্কৃত হবে এবং নিঃস্ব হয়ে পড়বে। তোমার প্রভু যার জন্যে ইচ্ছা জীবিকা প্রসারিত করে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা করে দেন সীমিত। তিনি তাঁর দাসদের বিষয়ে গভীর ভাবে জ্ঞাত ও দ্রষ্টা। দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করোনা। তাদের জীবিকা তো

আমরাই দিয়ে থাকি এবং তোমাদেরও। ব্যাভিচারের কাছেও যেয়োনা। এ এক অশ্লীল ও নোংরা নিকৃষ্ট আচরণ। হক পন্থা ছাড়া আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন এমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করোনা। যে কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হবে, আমরা তার উত্তরাধিকারীদের প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। সুতরাং মানুষ হত্যা করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা। সে অবশ্যি সাহায্য প্রাপ্ত। বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সদুপায় ছাড়া এতিমের মাল সম্পদের কাছেও যেয়োনা। অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পালন করো। কারণ, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। মেপে দেবার সময় মাপ পূর্ণ করবে এবং ওজন করার সময় সঠিক দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করবে। এটাই উত্তম পন্থা এবং পরিণামের দিক থেকেও এটাই উত্তম। যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করোনা। কান, চোখ, অন্তর, প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হবে। জমিনে দম্ভভরে বিচরণ করোনা। কারণ, তুমি জমিনকে বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায়ও পর্বত সমান পৌঁছুতে পারবেনা। এগুলোর মধ্যে যেগুলো মন্দ, সেগুলো তোমার প্রভুর কাছে ঘৃণ্য। তোমার প্রভু অহির মাধ্যমে তোমাকে যে জ্ঞান ও বিধান প্রদান করছেন, এগুলো তারই অন্তরভুক্ত। (আল কুরআন ১৭ : ২৩-৩৯)

১৩. অনুসরণ বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা ছাড়া সুফল লাভ করা যায়না

কোনো জীবন ব্যবস্থার সুফল কেবল তখনই লাভ করা যেতে পারে, যখন তা অনুসরণ করা হবে এবং বাস্তবায়ন করা হবে। ইসলামের ব্যাপারেও একই কথা। সেকারণেই মহান আল্লাহ বলেন :

• هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ •

অর্থ : তিনি সে মহান সত্তা যিনি তার রসূলকে পাঠিয়েছেন পথ-নির্দেশ এবং সত্য ও বাস্তব জীবন ব্যবস্থা নিয়ে, যাতে সে তা বিজয়ী করে অন্য সকল ব্যবস্থার উপর। (সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ৩৩; সূরা ৬১ আস সফ : আয়াত ৯; সূরা ৪৮ আল ফাতহ : আয়াত ২৮)

১৪. ইসলামে আপনি কতোটুকু প্রবেশ করেছেন?

এখন আপনি যদি আল্লাহ্র প্রতি, আল্লাহ্র রসূলের প্রতি এবং আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি ঈমান রাখেন, তাহলে আপনার কাছে প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের মাধ্যমে এবং তাঁর কিতাবের মাধ্যমে ইসলাম নামের যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যে পরিপাটি ঘর দিয়েছেন, আপনি কি তাতে পূর্ণাঙ্গ প্রবেশ করেছেন, নাকি আংশিক? আপনি কি তাতে আপনার মন

মস্তিষ্ক, আপনার অন্তরাত্মা, আপনার দুই পা, দুই হাত, দুই চোখ, দুই কান, মুখ মন্ডল, নাক, কপাল, মেরুদন্ড সহ পরিপূর্ণ দেহ সত্তা দাখিল করেছেন, নাকি কোনো অঙ্গ বিশেষ দাখিল করেছেন?

আপনার অবস্থা জানিনা। তবে, আপনি চারপাশে আপনার সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। শতকরা অংকের সাথে পরিচিত থাকলে নিশ্চয়ই আপনি দেখতে পাবেন, কেউ ১%, ... কেউ ২%, ... কেউ ৩%, ... কেউ ৪%, ... কেউ ৫%, ... কেউ ১০%, ... কেউ ২০%, ... কেউ ৩০%, ... কেউ ৪০%, ... কেউ ৬০%, ... পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। আপনার কাছে অণুবিক্ষণ যন্ত্র থাকলে হয়তো এর উপরেও কিছু লোক দেখতে পাবেন। তবে নিশ্চয়ই আপনি বেশিরভাগ দেখতে পাবেন নিচের দিকের হারই।

ইসলামের মধ্যে যিনি যতোটুকুই প্রবেশ করুন না কেন, যে মহান আল্লাহ ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন, তিনি কিন্তু নির্দেশ দিয়েছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ইসলামে দাখিল হও পূর্ণাঙ্গভাবে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয়ই সে (শয়তান) তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন। (আল কুরআন ২:২০৮)

সুতরাং আংশিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করার সুযোগ নেই। ইসলামে প্রবেশ করতে হবে পুরোপুরি। অর্থাৎ একজন মুসলিমকে-

১. কুরআন ও সুন্নায় আঁকা ঈমানকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে।
২. কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত শিরক ও মুনাফিকি পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।
৩. কুরআন ও সুন্নায় ইবাদতের যে বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা হুবহু গ্রহণ করতে হবে এবং ঠিক ঠিক সেভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হবে।
৪. ইবাদতকে যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত থেকে পুরোপুরি মুক্ত রাখতে হবে।
৫. জীবনের সকল দিক ও বিভাগ অর্থাৎ জীবনের সকল কাজ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত নীতি ও পন্থায় পরিচালন ও সম্পাদন করতে হবে।
৬. আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা যা নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা যা কর্তব্য করে দিয়েছেন, সেগুলো সবই হুবহু পালন করতে হবে।
৭. আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা যা হারাম করেছেন, নিষিদ্ধ করেছেন, মানা করেছেন, সে সেবই বর্জন ও পরিত্যাগ করতে হবে।

৮. আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালের মুক্তি লাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং জীবনকে নিষ্ঠার সাথে এক আল্লাহমুখী করে পরিচালিত করতে হবে।
৯. জীবন ও মৃত্যুকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিত করতে হবে।

উপরোক্ত আয়াতে ইসলামে পুরোপুরি দাখিল হবার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করতেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

এ থেকে পরিষ্কার বুঝা গেলো, একজন মুসলিমের জীবনের যে বিভাগ, যে অংশ, যে কাজটি, বা যে মুহূর্তটি ইসলামের বাইরে থেকে গেলো বা চলে গেলো, সেটা মূলত শয়তানের অনুসরণ, অনুকরণ, আনুগত্য, দাসত্ব ও খপ্পরের মধ্যে চলে গেলো।

আর শয়তান যেহেতু মানুষের সুস্পষ্ট শত্রু, তাই শয়তান এ ব্যক্তিকে বিপথগামী করে জাহান্নামের নিয়ে পৌঁছে দিতে পারে।

১৫. ইসলামে পূর্ণাঙ্গ প্রবেশ না করার পরিণতি

আমরা আগেই বলেছি, কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামে আংশিক প্রবেশ করেন, কিংবা আংশিক ইসলাম পালন করেন, তবে তার জীবন ও কর্মের বাকি অংশ অবশ্যি শয়তানের অনুসারী হয়ে থাকবে। সুতরাং ইসলামে আংশিক প্রবেশ করার বা আংশিক মুসলিম হবার কোনো সুযোগ নেই। যারা ইসলামের কিছু গ্রহণ আর কিছু বর্জন করে, তাদের পরিণতি ভয়াবহ। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থ: তাহলে কি তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবের কিছু অংশ মানো আর কিছু অংশ অমান্য করো? তোমাদের মধ্যে যারাই এমনটি করে তাদের একমাত্র পরিণাম হলো, তাদের দুনিয়ার জীবন হবে অপমান ও লাঞ্ছনাকর, আর কিয়ামতের দিন তাদের নিক্ষেপ করা হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। তোমাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল নন। (আল কুরআন ২:৮৫)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইসলামের আংশিক মানা এবং আংশিক অমান্য করা ইসলামকে নিয়ে খেল তামাশা করার শামিল। সুতরাং যারাই এমনটি করবে তাদের আযাব হবে অন্যদের চাইতে বেশি।

১৬. ইসলামি জীবন ব্যবস্থার ইহ জাগতিক লক্ষ্য

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার ইহ জাগতিক লক্ষ্য হলো মানব সমাজকে ন্যায়, ইনসাফ, ভারসাম্য ও সুষম জীবন পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। মহান আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেন :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ •

অর্থ: অবশ্যি আমরা আমাদের রসূলদের পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণ (বিধান) নিয়ে এবং তাদের সাথে পাঠিয়েছি কিতাব আর ন্যায় ও সুষমনীতি, যাতে করে মানব সমাজ (নিজেদের মধ্যে) সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। (আল কুরআন, সূরা ৫৭ আল হাদিদ : আয়াত ২৫)

১৭. ইসলামি জীবন ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মানুষের পারলৌকিক অর্থাৎ মরনোত্তর শাশ্বত জীবনের চিরন্তন সাফল্য। মহান আল্লাহ বলেন :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ • وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ •

অর্থ: মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পরের বন্ধু, সহযোগী ও অভিভাবক। তারা ভালো কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজে বাধা দেয়। তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এদের প্রতি আল্লাহ অচিরেই নাযিল করবেন অনুকম্পা। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়। আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের-উদ্যানসমূহের, যেগুলোর ভূমিদেশে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। চিরদিন থাকবে তারা সেখানে। সেসব অনন্ত উদ্যানে তাদের জন্যে থাকবে মনোরম প্রাসাদসমূহ। তাছাড়া সবচে বড় জিনিস যা তারা পাবে, তাহলো আল্লাহর সন্তোষ। আর এটাই হলো মহা সাফল্য।' (আল কুরআন ৯:৭১-৭২)

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ •

অর্থ: যারা আল্লাহর আনুগত্য করবে এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাদের দাখিল করবেন সেইসব জান্নাতে, যেগুলোর নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। চিরদিন থাকবে তারা সেখানে। আর এটাই হলো মহাসাফল্য। (আল কুরআন ৪:১৩)

১৮. ইসলামি জীবন ব্যবস্থার সোর্স অব নলেজ

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার রয়েছে শাশ্বত সোর্স অব নলেজ। তা হলো আল কুরআন। মহান আল্লাহ বলেন :

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ •

অর্থ: এই কিতাব (আল কুরআন), আমরা এটি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি মানব সমাজকে বের করে আনতে পারো অন্ধকার রাশি থেকে উজ্জ্বল আলোতে। (আল কুরআন ১৪:১)

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ •

অর্থ: নিশ্চয়ই এ কুরআন পথ দেখায় সেই (জীবন পদ্ধতির) দিকে, যা সব চাইতে সঠিক, সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ। (আল কুরআন ১৭:৯)

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় সোর্স অব নলেজ হলো ইসলামের মডেল মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলে দিয়েছে :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ •

অর্থ: হে মুহাম্মদ! মানুষকে বলে দাও : তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো, তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন। (আল কুরআন ৩:৩১)

এছাড়া ইসলাম যুগ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে ইজতিহাদ (গবেষণা ও উদ্ভাবন) করাকেও গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে ইসলাম সর্বকালেই আধুনিক ও গতিশীল।

সমাপ্ত *

---

* পুস্তিকাটি আগস্ট ১৯, ২০১১ তারিখ রাজধানীর বিয়াম অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটির ৫১তম TOT CLASS -এ প্রদত্ত লেখকের ভাষণ।

আবদুস শহীদ নাসিম
লিখিত কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
আল কুরআন আত তাফসির
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন : কি ও কেন?
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
ইসলামের পারিবারিক জীবন
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
আসুন আমরা মুসলিম হই
মুক্তির পথ ইসলাম
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
ঈমানের পরিচয়
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
কুরআনে আঁকা জান্নাতের ছবি
কুরআনে জাহান্নামের দৃশ্য
কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য
কুরআনে হাশর ও বিচারের দৃশ্য
ইসলাম সম্পর্কে অভিযোগ আপত্তি : কারণ ও প্রতিকার
হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল সা.
ঈমান ও আমলে সালেহ্
শাফায়াত
যিকির দোয়া ইস্তিগফার
ইসলামি শরিয়া: কি? কেন? কিভাবে?
মানুষের চিরশত্রু শয়তান
ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
উসুল কিতাব উসুল আহাদ
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)
নির্বাচনে জেতার উপায়

• কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম, ২য়, ৩য়
বিশ্বনবীর সংগ্রামী জীবন
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
বসন্তের দাগ (গল্প)

• অনূদিত কয়েকটি বই

আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
যাদে রাহ্
এন্তেখাবে হাদীস
মহিলা ফিকহ্ ১ম ও ২য় খণ্ড
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
দুশ জিজ্ঞাসার জবাব
রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড (এবং অন্যান্য খণ্ড)
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি
দাওয়াত ইলাল্লাহ দা'য়ী ইলাল্লাহ
ইসলামী বিপ্লবের পথ
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
মৌলিক মানবাধিকার
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
ইসলামী অর্থনীতি
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম

• এছাড়াও আরো অনেক বই

পরিবেশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২, ০১৭৫৩ ৪২২২৯৬
E-mail : Shotabdipro@yahoo.com